দূরের আকাশ

BANGLADARSHAN.COM

অরুণকুমার সরকার

জন্মদিনে

(শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুকে)

সিন্দুক নেই; স্বর্ণ আনিনি
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?

দুরাশা আমার সীমাহীন বটে
তবুও কি জানি দৈবে কী ঘটে।
দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত
এ-হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা,–
যার জানালায় দু'বাহু বাড়ায়
নেই সেই জন ঘরে অবশ্য।

এই তো সেদিন সারা প্রান্তরে
সময়ের সোনা দূরবিস্তৃত।...
হায় রে, কখন কেটেছে সকাল,
দুপুর ছুঁয়েছে বিকেলের লাল;
তারার আলোতে ভেসে গেছে স্রোতে
গানের প্রাণের হিজিবিজি খাতা!
আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে
ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ?
যে-কুসুমগুলি মেখেছিল ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ?

স্মৃতি থেকে তাই এনেছি দু'মুঠো
গন্ধমদির আমন ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?

BANGLADARSHAN.COM

শ্রাবণে

যে-আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও
মলিন দিনগুলি মলিনতর হোক।
শ্রাবণে সন্ধ্যায় অঝোর মায়ালোকে
চাইনে উজ্জ্বল তোমার মুখচোখ।

কোথায় ছিলে তুমি ভোরের সরোবরে?
দুপুর রি রি জ্বলে–তুমি কি দ্যাখো নাই
বিকেলে হৃদয়ের বাতাস উতরোল,
আলোর হাহাকারে তুমি তো আসো নাই।

এখন পাহাড়ের বিলোল বনভূমি
কথার ঝরা পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যাও।
সুদূর রজনীর গোপন জুঁইফুলে
যে-আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

BANGLADARSHAN.COM

প্রার্থনা

যদি মরে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই;
যে-ফুলের নেই কোনো ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল;
যে-গন্ধের আয়ু এক দিন
উতরোল রাত্রিতে বিলীন
যেই রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব নিয়ে জ্বলে,
আমার সত্তাকে করে ছাই।
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই॥

BANGLADARSHAN.COM

কোনো মেয়েকে

তোমাকে কি দেব উপহার
স্মৃতিটুকু সকালবেলার?
তাই নিয়ে তুমি খুশি হবে?
হবে না? কী আর করি তবে!
বিকেলে কেমন করে, বলো,
এনে দিই রোদ ঝলোমলো?
তার চেয়ে আমাকেই নাও
থরথর দু’হাত বাড়াও
নিয়ে যাও তোমার সকালে,
কামরাঙা ডালিমের ডালে।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য কোনো মেয়েকে

এসো নাকো আমার শয্যায়
এসো নাকো প্রাত্যহিকতায়।
ছেঁড়াখোঁড়া ভাঙা-তোবড়ানো
ব্যর্থতা রয়েছে ছড়ানো
এলোমেলো মলিন চাদরে।
এসো নাকো, প্রেম যাবে মরে॥

আমার যা চেহারা পোশাকি
তারও মাঝে আছে ঢের ফাঁকি।
তবু সেই মিথ্যাও নন্দিত
বাঁচবার প্রয়াসে ছন্দিত।
এইখানে, বিষণ্ণ এ-ঘরে,
প্রেম আশা স্বপ্ন যায় ঝরে।
এসো নাকো আমার শয্যায়
এসো নাকো প্রাত্যহিকতায়।

BANGLADARSHAN.COM

কুন্তলার জন্য

তোমাকে ভালবেসেছি, কুন্তলা,
স্বপ্ন যেন আমার পথ-চলা,
নৃত্য যেন আমার রাত্রিদিন,
হৃদয় লঘু বাতাসে উড্ডীন।
তোমার প্রেম হোক না শুধু ছলা,
তোমাকে ভালবেসেছি, কুন্তলা!

BANGLADARSHAN.COM

আমার গ্রামের নদীকে

অটুট ধারণা ছিল
প্রেম নাহি জানে পরাজয়।
নদি, তুই বড়ই নির্দয়!
স্মৃতি তার পেল না সম্মান
গর্ব খানখান
চৌচির আমার হৃদয়!
নদি, তুই বড়ই নির্দয়!

হোগলার বাহুডোরে ঘাস
নিয়ে আছে আদিম বিশ্বাস;
আজও আন্‌মনা
বাবলার হলদে কামনা;
নারিকেল-সুপারি-পাতায়
বাতাসের ঠোঁট ছুঁয়ে যায়;
কয়েকটি চিল
গায়ে মাখে আকাশের নীল;
সবই ঠিক আছে
চেনা মাটি আনাচে-কানাচে।

BANGLADARSHAN.COM

তবু কেন এত অবহেলা?
কথা নেই, কেটে যায় বেলা
কেন সংশয়?
চেয়ে দ্যাখ্‌ আমি অবিকল
সেই-ই আছি, স্মৃতিসম্বল
প্রণয়ে অব্যয়।
নদি, তুই হোস্‌নে নির্দয়।

বুঝেছি রে কোথা তোর জ্বালা
কেন তোর দরোজা জানালা
একান্ত একাকী।

ব্যর্থ বুঝি তোর অশ্রুজল
মাঠে, আহা, ফলেনি ফসল,
তাই শুষ্ক আঁখি?

কেউ আর টানে না উজান
গান নেই তাই অভিমান
চোখে মুখে বালি?
শোন তুই এ-দিন ফুরাবে
ধান হবে আর গান গাবে
মাঝি ভাটিয়ালি।
প্রাণ তার দেবে পরিচয়:
নদি, তুই হোস্‌নে নির্দয়!

BANGLADARSHAN.COM

হীরামন

কে কাঁদে রৌদ্রের জ্যোছনাতে
ঝাউয়ের পাতা কি?
সাগরের আকাশী ইচ্ছার
নীলবর্ণ পাখি।

শালিক বালির নদী ঘুমঘুম রোদ্দুরে,
শিমুল পলাশে লাল রক্তাক্ত দুপুরে,
কার কান্না চুনি পান্না মুক্তো নিয়ে থাকি
সমুদ্রের অভীপ্সার নীলবর্ণ পাখি?

BANGLADARSHAN.COM

বিচিত্রা দাশ

লিখলুম বিচিত্রা দাশকে:
বহুদিন দেখিনি আকাশকে,
উষ্ণ তোমার স্মৃতি তবুও
আমার এ-হৃদয়ের ফ্লাস্কে।

তারপর আর কী-যে লেখা যায়।
কাটে দিন, দিন যায়, দিন যায়!
মনে হয় ধূলি-ঝড়ঝঞ্ঝায়
ক্রমেই ঝাপসা কৈলাসকে।

ঝলমল ফাল্গুনে পৌঁছে
মখমল সহৃদয় কৌচে
ব'সে নীল ধোঁয়া ছেড়ে স্বগত
কাকলি শোনাব লাল গ্লাসকে।

BANGLADARSHAN.COM

বেলোয়ারি সে-বাসনা শৌখিন
বুলবুলি পুষিনিকো কোনোদিন,
চায়নি শালিক গৃহপালিত
করিতকর্মা কোনো জিনকে।
ঈর্ষা করিনি আলাদিনকে॥

তবুও ব্যর্থশ্রম জাবদায়
নড়বড়ে চাকা-ভাঙা রিকশায়,
চলা ভার, ঘুণ ধরে নকশায়,
দুর্বহ লাগে দূরবিনকে।

খাঁ খাঁ মাঠ, হাহাকার খালবিল
আহা তবু রঙ আছে লাল নীল।
কেননা শ্রীবিচিত্রা দাশকে
উষ্ণ রেখেছি এই ফ্লাস্কে।

মালবিকা হালদার

মালবিকা হালদারকে মনে পড়ে বর্ষার সন্ধ্যায়
ব্রিস্টলে টেম্পেলে মন্টিকার্লোর প্রেক্ষিতে।
তার চোখ তার মুখ অভিনব আশ্চর্য গোধূলি
মেঘাকীর্ণ সময়ের মনোলীন মন্থরতায়
মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে।

হস্তিনী মেয়ের মতো কদাকার এই পৃথিবীতে
শঙ্খিনী মেয়ের মতো মালবিকা হালদারের দাঁত
অথবা অদ্ভুত-আঁখি দার্শনিক মহিষের মতো
কর্দমাক্ত পর্যুদস্ত হৃদয় যখন।
তাই তো দীর্ঘ ক্লান্ত দিবসের ঘৃণ্য ব্যভিচারে
শ্রান্ত হয়ে মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে
মেঘম্লান বর্ষার সন্ধ্যায়।

BANGLADARSHAN.COM

টেম্পেলে এন্তার লোক—লম্বা বেঁটে ফরসা ময়লা
কেরানি প্রেমিক কবি অভিনেতা ব্যর্থ ধড়িবাজ
রেসুড়ে আর্টিস্ট বেশ্যা দেশোদ্ধারী পাটের দালাল।
এক কোণে শ্বেতপাথরের টেবিলেতে আমরা দু'জন
চুপচাপ বসে আছি পৃথিবীর গোলগাল মুখে লাথি মেরে
থুথু ছুঁড়ে মানুষের চাঁদপানা মুখের উপর।
তারপর অনেক নদীর ঝাল গিলে, টাল খেয়ে দেদার নদীর
পৃথিবীকে ধীরে ধীরে বসবাসযোগ্য মনে হলে
কর্তব্যের বশীভূত হয়েই হঠাৎ
নেবুকাডনেজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাকার
অজস্র কথার ভিড়ে ছ্যাকছ্যাকে বর্ষার সন্ধ্যায়
ডুবে আছি জ্ঞানমৌন আমি আর
মৌসুমী মেঘের মতো আশ্চর্য আশ্চর্য
মালবিকা হালদারের নাক মুখ চোখ কান
আর এক ময়ূরের ডিমের মতন

ধূসরাভ কবোষ্ণ হৃদয়।
মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে।

মালবিকা হালদারের ইস্পাতের মতো দুটি কান
মনে হল মেয়েদের হৃদয়ের আদানপ্রদান
সেই কান থেকে আরও কানে কানে কানাকানি করে
যেমন রৌদ্রের আলো নারিকেলপাতার ভিতরে।

মালবিকা হালদারের ঢাক ঢোল দ্রিমিকি দ্রিমিকি
টুংটাং টাংটুং হ্রিংহ্রিং ঝিমিকি ঝিমিকি
বোস্টুমির একতারা তারাভরা তাবড়া তাবড়া
এবড়ো থেবড়ো পথে মালবিকা হালদারের বুক।

মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্কুর মুখুজ্জে

অঙ্কুর মুখুজ্জে জানি জীবনের বন্ধ্যা মহীরুহে
নিজের মনের রঙে অপরূপ সবুজ ডাবের
তৃষাবহ ছবি এঁকেছিল। ভেবেছিল দুই আর দুয়ে
চার হয়। খুঁজেছিল বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের
দৃষ্টি নিয়ে ভূগোলের হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস।
সে-ডাবেতে জল নেই, সে-যোগেতে মিল নেই দেখে
অঙ্কুর মুখুজ্জে শেষে নিরাসক্ত সম্পূর্ণ মানুষ
হয়ে গেল: বুঝে নিল পথগুলি চলে এঁকেবেঁকে।

অঙ্কুর মুখুজ্জে তাই দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসে
ভেবো না সে পৃথিবীকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসে।

অঙ্কুর মুখুজ্জে আজও বালুর উপরে মাথা রেখে
চোখ বুজে দুই হাতে হাতড়ায় লাল নীল নুড়ি,
জানি সে আরেকদিন অশ্বারোহী উট্রমকে দেখে
রক্তে খুঁজেছিল তার রণমত্ত মুহম্মদ ঘুরি।
অঙ্কুর মুখুজ্জে জানে বালখিল্য এই চপলতা
মাঝে মাঝে মন্দ নয় খানিকটা আত্মিক সুড়সুড়ি।

পৃথিবীর ব্যবহার প্রসন্নবদনে
হয়ত সে করেনি গ্রহণ, হয়ত সে ভেবেছে সমাজ
শতচ্ছিন্ন তাই রিফুকর্মের অতীত।
অঙ্কুর মুখুজ্জে তবু প্রোতাশ্রয়ী ত্রিভঙ্গ জাহাজ
নয় জানি। ভঙ্গ দিয়ে মানসিক রণে
অঙ্কুর মুখুজ্জে শুদ্ধ ঊর্ধ্বহিতাহিত।

অঙ্কুর মুখুজ্জে বাস করে নাকো বনে
সকালে উঠেই তাই নমস্কার করেছে সূর্যকে:
‘কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যকে
হে জবাকুসুমকান্তি, পূর্ণ করো আমার জীবনে।’

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু আকাশ-মাটি ব্যবধান বাস্তবে ও মনে
অঙ্কুর মুখুজ্জে তাই বাস করে বনে।

অঙ্কুর মুখুজ্জে যদি জীবনের নয়া মূল্যবোধে
অবিচল আস্থা রেখে চলে যায় সোজা ময়দানে,–
সেখানে সাধ্য কার পিতামহ তার পথ রোধে?
অঙ্কুর মুখুজ্জে তবু রুক্ষচুল, ব্যর্থ মুক্তিস্নানে।
কেননা কক্ষাবর্ত পৃথিবীর রূঢ় ব্যাকরণে
আর্ষপ্রয়োগ নেই। যুগে যুগে দর্জির দোকানে
মানুষের নবরূপ যদিচ তরঙ্গ আনে প্রাণে
নেপথ্যে আদিম আত্মা নিমগ্ন অচলায়তনে।
তাই তো নিষ্ফল কর্ম, ধর্ম ব্যর্থ, জন্ম ঋণশোধ
অঙ্কুর মুখুজ্জে জানে অর্থহীন নয়া-মূল্যবোধ।

কিন্তু নাছোড়বান্দা মানবিক পদস্খলন
রেহাই দেবে না কোনো রক্ত আর মাংসের পিণ্ডকে।
অঙ্কুর মুখুজ্জে নেবে কমনীয় ত্বকের স্মরণ
এবং তালাক দেবে জিজ্ঞাসার নির্বোধ ষণ্ডকে?

জীবনের সেই কি ফোয়ারা?
সারা! রারা!! রারা!!!

BANGLADARSHAN.COM

জীবনানন্দ

একটি মেয়েলি ছেলে নাবালক ছাগলের মতো
চঞ্চ অধীর। ট্রামের জানালা থেকে হেরিলাম তারে।
তাহার উড্ডীন দেহ ভায়োলেট রঙের শেমিজে
আহা কিবা মানায়েছে। ষাঁড়ের ভাগাড়ে

বিলুপ্ত বাছুর যেন অপরাহ্নে ঘাস খুঁজে ফেরে।
কৃষ্ণচূড়ার গাছ লেনিনের পরমাত্মীয়?
চাইনি, পেয়েছি তবু পৈতৃক ঋণ
কতিপয় হাড় আর লবেজান এ-হৃদয়, প্রিয়।

আমাদের স্বপ্ন জানি হবে দানাদার,
দানাদার হয়ে যাবে পুরুষানুক্রমে;
অথবা নিশ্চিহ্ন হবে রুগ্ন পাণ্ডুলিপি
নিমগ্ন ইঁদুরের নির্ভুল বিক্রমে।

নাবালক ছাগলের প্রগল্‌ভতা সহ্য যায় জানি
গাংটক আর গাংচিলের প্রহরে
মনোহরপুকুরের মনোরমা মুখুজ্জের মুখ
জীবনে আনন্দ যদি এনে দেয় দু'দণ্ডের তরে।

BANGLADARSHAN.COM

এ কী গ্রীষ্ম ভাই

বাইরে খর্বগর্ব শহর এক
অতিকায় কচ্ছপের লাশ।
নববধূর জটিল অন্তর্বাস
এই সময়। আর বাতাস
আদিম অগ্নিদেবতার নিশ্বাস।
নির্দয় দ্বিপ্রহরে হৃদয়
আইঢাই করে।

দূর বহু দূরে হিমজজ্ঝার দেশ
ময়দানে শিরীষ মুচুকুন্দ ফুলের লীলারঙ্গ শেষ।
হোক না মনের যাবতীয় আবাদ
দৃষ্টান্তিত ভূতচৈতন্যবাদ,
আমরা কানামাছি
জারুলের কাছাকাছি
কৃষ্ণচূড় সন্ধ্যায়
তোমাকে বেকায়দায়
পাব
অহো, বুক-ঝলসানো শহর
তোমার মেদমাংস
খাব।

BANGLADARSHAN.COM

রেস্তরাঁয়

১

দুপুর বেলা। চৌকো আকাশ। লাগছে বেশ।
মনে পড়ে পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগ্নোলিয়ায়
ফিরিঙ্গিনির গ্রীষ্মকাতর পৃষ্ঠদেশ!
একটু আগেই হিন্দি ছবির মেয়েটাকে
চোখ ঠেরেছে ফিরতি পথের কেরানিরা।
মনের বনে মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে
গান ধরেছে: কোথায় ফাজিল যুবতীরা,
আয় এখানে দুপুর বেলার কল্পনায়
চায়ের কাপে জীবন কাঁপে যন্ত্রণায়।

২

গর্ভবতী ইতিহাস
এইবার
কী সন্তানে জন্ম দেবে তুমি
তাই ভেবে ভয় পাই আজ।
তোমার সন্তান যত
মৃত বা জীবিত
সবাই বিকৃতরতি
বিকলাঙ্গ সব।
ব্যভিচারী অত্যাচারী লম্পট সন্ন্যাসী
তোমার প্রথম পুত্র ধূর্ত সে কপট;
তোমার দ্বিতীয় পুত্র স্বেচ্ছাচারী সামন্তনৃপতি;
তোমার তৃতীয় পুত্র লোলজিহ্ব বণিক শ্বাপদ।
এইবার
কী সন্তানে জন্ম দেবে তুমি
গর্ভবতী ইতিহাস?

BANGLADARSHAN.COM

প্রজাপতির খেদ

শতদল, তোমাদের ফুলের বাগানে
ভ্রমরের বড় উৎপাত;
কতিপয় বোলতাও আছে
ভয়ে তাই নিয়েছি তফাত।

ভ্রমরের গুনগুন ভাল
ভ্রমরের হুল ভাল নয়।
তোমাদের চতুরালি যাহা
আমার তা প্রাণ সংশয়।

বেয়াদপ বোলতাগুলোর
ফেরঙ্গদেশী লাফঝাঁপ।
তার চেয়ে ভাল ভ্রমরের
মাইকেলি আত্মবিলাপ।

তোমাদের ফুলের বাগানে
একটি তো মোটে ফোটাফুল,
অতগুলো পতঙ্গ সেখানে
কী রসে সদাই মশগুল?

ভ্রমরের গুনগুনই সার
বিধি জানে বোলতার গতি!
তোমার বাগানে, শতদল,
কোন্ পথে যাব, প্রজাপতি?

BANGLADARSHAN.COM

স্বগত

মেয়েদের ভালবেসো না, মন,
প্রাপ্তি তো শুধু যন্ত্রণাই।
চটুল আঁখির ছলাকলায়
বীজাণু জটিল হৃদ্‌রোগের।

পিছনে জটিল হৃদ্‌রোগের
কান্নার ঢেউ বন্যা ঝড়।
বুঝবে কি রাজকন্যে কেউ
কেন থরোথরো অশ্বক্ষুর?

কেন থরোথরো অশ্বক্ষুর
দূরত্ব যদি সামান্যই?
নীলাকাশে মেঘচিহ্ন নেই
তবু কেন এই মত্ত ঝড়?

শুধু লেলিহান মত্ত ঝড়
প্রমীলারাজ্যে বৃষ্টি নেই।
উজ্জীবনের মন্ত্র ভুলে
শেষে বনবে কি পৌত্তলিক?

সেই হবে যদি পৌত্তলিক
যাও নাকো কেন কামাখ্যায়?
আত্মপীড়নে আরাম চাও?
পাবে যৌগিক কসরতেই।

খোঁজো যৌগিক কসরতেই
শরশয্যার ভীষ্মসুখ।
অপৌরুষেয় যন্ত্রণায়
মেয়েদের ভালবেসো না, মন।

BANGLADARSHAN.COM

সকাল

এখন সূর্যের রঙ লাল
সদ্যোজাত বিমর্ষ সকাল
নির্জন ময়দানে।
এইমাত্র আর্যাবর্ত থেকে
একহাঁটু ধুলোকাদা মেখে
থামলুম এখানে।
ঘুমের সুন্দরবনে বাঘ
রেখে গেছে রক্ত অনুরাগ
বিক্ষত সকাল এ।
রূঢ় সমালোচকের নাক
একচক্ষু শীর্ণ দাঁড়কাক
বটের আবডালে।
বয়োতীত বিশুষ্ক হলুদ
ছিঁড়েখুঁড়ে নাস্তানাবুদ
কই তবু শিকড়?
মৌরসিপাট্টায় আজও হুন
খাস করে রেখেছে ফাল্গুন,
অনাগত ঝড়।
পরিশ্রান্ত একচক্রযান
ধূলিরুক্ষ খাঁখাঁ হিন্দুস্থান
রাতভোর ঘুরেছি।
ভাঙা হাঁড়ি, বেকার লাঙল
চোখগুলি তবু জ্বলজ্বল
আগুন-ও দেখেছি।
হে আকাশ, অন্ধ হয়ে যাও
মেঘে মেঘে বজ্রকে জাগাও
ঝঞ্ঝার উত্তালে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুমের সুন্দরবনে বাঘ
রেখে গেছে রক্ত অনুরাগ
বিক্ষত সকাল এ।

BANGLADARSHAN.COM

বেকার

ছোট্ট নিস্তব্ধ এই ঘর
বর্ষার ক্লান্ত দ্বিপ্রহর
মলিন ধোঁয়াটে।
কাজ নেই আমি বেকার
তোমার করাতে কী ধার
দিনরাত কাটে।
হে সূত্রধর, বলি শোনো
তুমি কাটছ কিন্তু কোনো
কিছু গড়ছ না।
কিছুই হচ্ছি না আমরা
কিছুই পাচ্ছি না আমরা
অবিরাম ঝরছে মরা
মুহূর্তের কণা।
অসংখ্য মুহূর্তের কণা
তুমি কিছুই গড়ছ না
ওহে সূত্রধর।

BANGLADARSHAN.COM

ভয়

কে এক আবছায়া যেন
সব সময় আমার চারদিকে।
ভয়—কী দারুণ ভয়ে
মুখের চামড়ার রঙ ফিকে।

হৃৎপিণ্ড থত্থর আমার।
পথ নেই পালিয়ে যাবার
ওহে দুই আঁখিতারকার
নাতিদূর স্বপ্নের অলীকে।

অহরহ অনিশ্চয়তায়
বেঁচে থাকা বেঁচে না-থাকায়
বন্দি হয়ে অদৃশ্য খাঁচায়
বিদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণমুখ শিকে

ছ'তলার কুঠুরিতে যাব?
রবীন্দ্রনাথের গান গা'ব?
সুখী উপন্যাসেই কি পাব?
পাব না বা গানের গলিকে।

এই ভয় সাপের শরীর
এই ভয় শীতের হি-হি-র
চেয়েও ঠাণ্ডা শাদা
মূর্ছা তার স্পর্শের ক্ষণিকে।

কে এক আবছায়া যেন
সব সময় আমার চারদিকে।

BANGLADARSHAN.COM

চৌরঙ্গী–১৯৪১

না, না, মূর্খ এই আশাবাদ!
পাথুরে কঠিন মাটি
কে করে আবাদ।

এখানে রাতেরও নেই ডানা
কাঁটাগাছ বিছানো বিছানা।
দিনের দুর্দান্ত ঝড়ে
ধুলো ওড়ে, বাজ পড়ে,
ভুলে যাই নিজেরই ঠিকানা।
এখানে রাতেরও নেই ডানা।

অসহ্য অস্থির কী-যে ব্যধি!
সমস্ত ধারণ্য, ধ্যান
বিচলিত খানখান
ছিন্নভিন্ন আসন, সমাধি!
বিক্ষিপ্ত দেহ ও মন
প্রাণায়াম বিড়ম্বন,
কী হবে বালুর বাঁধ বাঁধি?
অসহ্য অস্থির এই ব্যাধি।

অসংখ্য দ্বন্দ্বের মাঝে সাঁকো
কে তুমি? উত্তর মেলে নাকো
চূর্ণ চূর্ণ ধূলিকণা
খুঁজেছি, কোথায় সোনা?
সিঁড়ি নেই। নেই কোনো বাঁক-ও।
আদিগন্ত থৈ থৈ। নেই নেই সাঁকো।

গজভুক্ত, চৌরঙ্গীতে ঘুরি;
যা ছিল সর্বস্ব গেছে চুরি।
ওরে উদ্‌ভ্রান্ত মন
এ-যে ফণিমনসার বন,

BANGLADARSHAN.COM

ব্যর্থ উটপাখির চাতুরী।
অর্থহীন এয়োতির নোয়া
নিঃশেষিত অন্তর-মাধুরী।
যা ছিল সর্বস্ব গেছে চুরি।

তবু মূর্খ কেন আশাবাদ।
পাথুরে কঠিন মাটি
কে করে আবাদ!

BANGLADARSHAN.COM

কোনো উদ্বাস্তু মেয়েকে

হে ছলনাময়ী, কত চতুরালি জানো
অপ্রস্তুত আকাশে বজ্র হানো।
বহুপূর্বেই কন্দর্পের সাজ
ছেড়েছি, দীনাতিদীনকে দিয়ো না লাজ,
অন্তত, দেশকালপাত্রটা মানো।

প্রাক্-নিদ্রার অবকাশে উৎসুক
আঁধি থেকে ছিঁড়ে এনেছি তোমার মুখ।
ভ্রান্তিবিলাস এত অমার্জনীয়!
কঠিন আঘাতে সচকিত ইন্দ্রিয়
গুরুদায়িত্বে কারো ক্ষণিকের সুখ।

বাক্যে আমার ক্রিয়াপদ ছিল না তো;
কামনারা ছিল ভাবনারই উপজাত।
কেন টেনে এনে নামাও দুরূহ কাজে
ফেনসমুদ্রস্রোতাবর্তের মাঝে?
কেন দু'নয়নে প্রত্যাশা বিখ্যাত?

খুঁজিনি, দোহাই, নিলাজ ও-নগ্নতা;
কাম্য জেনেছি বাদুড়েরই অন্ধতা।
সংশয়ে ভয়ে মধ্যবিত্ত জ্বরে
বেঁধেছি রাতের নিরাপদ বন্দরে
শত নিরাশার অবোধ অবাধ্যতা।

হে ছলনাময়ী, বিমূর্ত উদ্বেগ!
কুন্তল-কালো কালবৈশাখী মেঘ,
স্রস্ত বসন উন্মাদ অরাজক,
দীপ্ত মুঠিতে গুপ্ত শাণিত নখ!
যায়–যায় বুঝি আমার রুদ্ধবেগ!

দোলাচলে হতচকিত আমি তা জানো
কেন এ-সুশীল আকাশে বজ্র হানো।

BANGLADARSHAN.COM

ডত্তরবসন্ত

গোয়েন্দার চাকরি গেছে। বহুদিন লেকাঞ্চলে আর
ঘুরিনি রহস্যময়ী হৃদয়কে করতে গ্রেফ্‌তার
বর্ণালী শাড়ির ভিড়ে সৌগন্ধ্যের গোলকধাঁধায়
চৈতালি পূর্ণিমা রাত্রে কায়াহীন ছায়ায় পাড়ায়।

তস্কর ইচ্ছারা বন্দী। দুরাকাঙ্ক্ষা হয়ে গেছে ঢিট্‌।
গোয়েন্দার চাকরি গেছে, ডেরা আজ ক্লাইভ ইস্ট্রিট্‌।
লেজারে গোলমেলে অঙ্ক, ক্যালেন্ডারে মাসের পঁচিশ
চেয়ে দেখি জনতারে রুখে দেয় ট্রাফিক্‌ পুলিশ।

কত-যে অসংখ্য লোক ছুটে আসে! আত্মবিশ্বাস
নাকানি চোবানি খেয়ে হয়ে যায় ক্রমশ শিথিল।
অন্ধ ডোবায় তারা অনিশ্চিত ফাতনা ভাসায়
অবলীলাক্রমে যারা পেরিয়েছে নদী খাল বিল।

BANGLADARSHAN.COM

এই তো সেদিন সারা পৃথিবীটা ছিল ক্রীতদাস:
দার্শনিকতার বাণী শুনেছিল পার্কের ঘাস
তুখোড় আড্ডায় কত দুঃসাহসী যুবকের মুখে
কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গে দুর্যোগের ঝঞ্ঝার সম্মুখে।

হয়ত এ-ট্রাজেডির মূলে আছে বণিকের পুঁজি।
কর্কটক্রান্তির চক্রে এ-দেশের অশুভ ঠিকুজি?
স্বল্পায়ু যৌবন তবু পতঙ্গের মতন শৌখিন।
আহা সে এলাহি রাত আর সেই অপরূপ দিন!

স্বেচ্ছাচারী আকাঙ্ক্ষার দিগ্বিজয়ী সেই ঘোরাফেরা।
নিষিদ্ধ এলাকা থেকে হুঁশিয়ারি কাঁটাতারে ঘেরা।
গোয়েন্দার চাকরি গেছে। কোনোদিন লেকাঞ্চলে আর
ঘুরব না রহস্যময়ী হৃদয়কে করতে গ্রেফ্‌তার।

অগ্রহায়ণে

কোনোই আনন্দ নেই অগ্রহায়ণে
কলকাতার সন্ধ্যায় ধোঁয়ায় ধূসর মনে।
কেবল সান্ত্বনা এই তুমি আছ আর মৃত্যু আছে
রাত্রির অস্পষ্ট ঘ্রাণে প্রত্যাশায় রক্ত তাই নাচে।

আর সব অর্থহীন। অর্বাচীন হাসির দাঙ্গায়
ক্ষণিক তরঙ্গ তুলে নিথরিত জমাট হাওয়ায়
যারা চলে গেল, তারা
উদ্‌ভ্রান্ত ইশারা।

প্রায়ান্ধ গ্যাসের আলো। আর এই গলিটা নির্জন।
সুদীর্ঘ দেয়াল জুড়ে ভারাক্রান্ত ভারতের মন:
লাল নীল রঙিন পোস্টার
আর অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

কার্নিশের টবে যদি অকস্মাৎ ঝঞ্ঝা নেমে আসে
নির্বোধ ইচ্ছারা যদি উচ্চারিত উদগ্র উল্লাসে
ক্ষেপে ওঠে, তবে হালখাতা?
ছাই, শালপাতা।

এবং ইঁদুর আজো ক্রীড়নক অন্ধ প্রকৃতির।
কোনো ধ্রুবতারা নেই মানুষের অভিব্যক্তির?
ঘাম আর রক্ত আর ব্যর্থ অঞ্জলি
কী দীর্ঘ এ-গলি।

আবার তির্যক আলো। আলো কেন? দূরে কারা যায়?
কয়েকটি নৌকো যেন কৃষ্ণপক্ষে দুরন্ত পদ্মায়:
কখন যে কাছে এল, কোনখানে হারাল যে খেই
আমাদের জানাশোনা নেই।

যা-কিছু উজাড় করে একমুঠি বালুকাকে কেনা
এ-বিবিক্ত সন্ধ্যা আর ভাল যে লাগে না।
কেবল সান্ত্বনা এই তুমি আছ আর মৃত্যু আছে
রাত্রির অস্পষ্ট ঘ্রাণে প্রত্যাশায় রক্ত তাই নাচে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি ছবির আত্মকথা

আমার শরীর নেই। শুধু এক আকণ্ঠক্ষুধিত
লোলচর্ম দন্তহীন অতিবৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত মন
প্রতীক্ষার দীর্ঘতায় প্রায়শেষ রজনী যখন
খণ্ডিতা নারীর মতো ধূল্যবলুণ্ঠিত।

আমার শরীর নেই। তবু ঘেরে মাংসল কামনা!
নিশিগন্ধাশিহরিত প্রেম নয়, প্রেম তাহা নয়।
উচ্চারিত হৃদয়ের অপরূপ অসহ বিস্ময়
নয় তাহা, যাহা পাই প্রেম তাহা নয়।

আমার শরীর নেই। কত চোখ লালসাপীড়িত
অশ্লীল কটাক্ষ হেনে চলে যায়, কাছে ঘেঁষে আসে
বালকবৃদ্ধযুবা লুব্ধ আঁখি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে:
তারা কি আমাকে কেউ...কেউ ভালবাসে?

BANGLADARSHAN.COM

জার্নাল থেকে

১

যতদিন পাইনি তোমাকে
ছিলে দূর আকাশের পাখি।
চাওয়া আর পাওয়ার ঘুরপাকে
নেচেছিল আঁখি।

কেন এলে নীচে তরুশাখে?
শোনোনি কি খাঁটি কথাটাকে:
যা থাকে তা মনেতেই থাকে
আর সব ফাঁকি?

২

বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়।
কত দিনের কত রাতের ঝাপসা তুলির
রঙে রেখায় আঁকা আমার একটু সময়।

BANGLADARSHAN.COM

৩

ব্যর্থ হবই। তাই এই ভালবাসা
এত করুণ, এত মধুর!
ব্যর্থ বা কেন? প্লেটোকে পেয়েছি পাশে।
তুমি পবিত্র পদ্ম, বিয়াত্রিচে।

অনেক ঘুরেছি নীল আকাশের নীচে।
খুঁজেছি তোমাকে বিকেলবেলার ঘাসে
তুমি সুদূর, ক্লান্ত সুর,
তাই মধুর যাওয়া আসা।

৪

আমাকে সুন্দর করো, সে যে ভালবেসেছে আমায়!
পরিশুদ্ধ হোক বায়ু; আকাশ প্রশান্ততর হোক।
আমার হৃদয় ভরে দাও শুভ্র নির্মল আলোক।
আমাকে পবিত্র করো সুরভিত অপরাজিতায়!

ক্ষণিকা

পৃথিবী অদ্ভুত তাই অন্ধকার হতে তুমি নারী,
আলোর সহস্রশিখা হয়ে দিগ্বিদিকে
উন্মত্ত আশায় ভীরু ধমনীর প্রতিধ্বনিকে
শূন্যতায় সঞ্চারিত করে দিলে। এই তরবারি
এবার তোমার প্রাপ্য। এ-রক্তের নেশা
দুর্বিনীত রিরংসায় তরঙ্গের রভসিত হ্রেষা।

তারপর স্বপ্ন শেষ। কিন্তু কোনো ছায়া নেই মনে।
যেন আমি শ্লথচক্র কবোষ্ণ ফিটনে:
যেন আমি ময়দানের কুয়াশাকে দীর্ণ করে
রেড রোড্ থেকে চৌরঙ্গীর
মুগ্ধতার মৌতাতে স্থবির।
এবার তো বরাভয়। এবার তো কৈলাশের তুরীয় বিষাদে।

তারপর কুম্ভীপাক প্রত্যহের নরকের খাদে।
পুনরায় অন্ধকারে বিলীন বিবর্ণ তুমি, নারী।

BANGLADARSHAN.COM

ডিসেম্বর

না। এপ্রিল এল না।
দীর্ঘসূত্রী মাঘ। মনে হয়
এ-খণ্ড নাটকে নেই
কোনো আধিদৈব বিস্ময়।

এই পথে চাঁদ কৃশকায়
এই পথ ছায়াবিক্ষত;
কামনাকরুণ দিনগুলি
নতমুখ স্বপ্ননিহত।

তোমার মৃত্তিকা, নারী,
ব্যবহারযোগ্যই কেবল।
মৃন্ময় মায়াবী কলসে
সময়ের সাগরের জল।

এই অভিজ্ঞানে কই
যন্ত্রণা হল না অবসিত।
এই পথে আমি তাই ক্রেতা
এই পথে আমি বিক্রীত।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুম

কেটেছে সমস্ত দিন অনাত্মীয় রুক্ষ পরিবেশে
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না।
ঘুম, শুধু ঘুম দাও, নিয়ে যাও সেই নিরুদ্দেশে
যেখানে স্মৃতির শব অন্ধকারে আগাগোড়া বোনা
স্থূল আস্তরণে ঢাকা; দুপুরের দিঘির মতন
আমার সমগ্র সত্তা মৃত্যুমগ্ন নিস্পন্দ নির্বাক:
নেই, নেই, কিছু নেই; নেই, নেই এই দেহ মন;
প্রত্যহের ভ্রূকুঞ্চন, নিরানন্দ কুকুরের ডাক
আর দূর আকাঙ্ক্ষার বক্ররেখা অপ্রতিভ নদী।
স্বপনের সরোবরে বিকশিত শ্বেতশতদল
দূরে থাক, পড়ে থাক। স্মৃতিহর ঘুম পাই যদি
ভেসে যাই, ডুবে যাই, মুছে যাই অগাধ অতল।
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, প্রিয়তম, অনুকম্পা করো,
বিনত শরণাগত থরোথরো দেহ তুলে ধরো।

BANGLADARSHAN.COM

ক্রিসান্থিমাম

ভালবাসা তুমি সুদূর শঙ্খচিল
অনেক দূরের নীলে।
আজ মনে হয় হয়তো বা নয় ভুল
হয়তো বা ডেকেছিলে।

সেদিন হৃদয়ে অঝোর বৃষ্টিধারা
শুনতে পাইনি তাই দিইনিকো সাড়া
শুধু অনুমানে অভিমানে দিশাহারা
দুয়ারে এঁটেছি খিল।

তখনও অনেক আসামানি নীল খামে
জড়িয়ে রয়েছে মোর নাম তার নামে,
ব্যথাবিজড়িত পীত ক্রীসান্থিমামে
রূপকথা ঝিলমিল!

BANGLADARSHAN.COM

বিরচিত ভুলে তবুও দিয়েছি তালি,
সবুজ ঢেকেছে বিরস মরুর বালি।
কত আকাঙ্ক্ষা-ক্ষুব্ধ ঊর্মিমালী
অবসাদ পঙ্কিল

দিঘির কালোয় ধিক্‌কৃত মৃত্যুকে
মেনে নিয়ে বাঁধ বেঁধেছে নিজের বুকে।
মুছেছে সময় ঘুমের গহনে ঢুকে
স্বপ্নের শাদা তিল।

বিকেলে নীরব সব কলরব যবে
কার কালো চুল ভেসে এল সৌরভে!
এ কি সেই ফুল–কী ভীষণ ভুল–তবে
কোথায় ছুঁড়েছি ঢিল!

হায় ভালবাসা সুদূর শঙ্খচিল!

জুহু

ছেড়ে দাও হাল
শিকারের পাবে না নাগাল
এসো এইখানে।
প্রবঞ্চক দিন
প্লুতগতি সুবর্ণহরিণ।
রাত্রি শুধু জানে
অন্ধকারে অশ্রুই সম্বল।

ঝিকমিক রোদ
মুঠি মুঠি সোনালি আমোদ
সমুদ্রের গানে।
স্তব্ধ হোক লুব্ধতার হাত
শেষ হোক স্বপ্নভাঙা রাত
এসো এইখানে।

BANGLADARSHAN.COM

মালাবার কাঁপে থরথর
আরব্যসাগর
দুরন্ত প্রেমিক।
মেঘনীল সামুদ্রিক পাখি।
গান করে রৌদ্রেতে একাকী
তরঙ্গ নির্ভীক।

এই কলরব
কালত্রয়াবাধিত বাস্তব
জঙ্গম স্থবির।
ওরে দূর পলাতক মন
সান্তেই অনন্ত জীবন।
মেখে নে আবির।

ঝিকমিক রোদ
শেষহীন সোনালি আমোদ

সমুদ্রের গানে।

ছেড়ে দাও হাল

শিকারের পাবে না নাগাল

এসো এইখানে।

BANGLADARSHAN.COM

দূরের আকাশ

কেমন যেন করুণ যেন
সুদূর স্নেহপ্রীতি
বিগত দিন বিগত রাত
শিশিরভেজা স্মৃতি।
কার সে আশা ভালবাসার
চোখের নীল আলো
ছড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে
হীরে ঝলমলাল।
রঙের ঝিল আবছা নীল
মধ্যিখানে তার
একটি তারা হঠাৎ জেগে
উধাও পুনর্বার।
একটি তারা নয়নতারা
কার সে হৃদয়ের?
অনেক দূর–অনেক দূর
দূরের আকাশের।

BANGLADARSHAN.COM

বৈশাখী

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই
তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

রভসে দাউদাউ সমুদ্রের
শরীরে পাকেপাকে ফস্‌ফরাস্‌;
অন্ধকারে চুল এলিয়ে দাও
নখরে নীল হোক শুভ্র বুক।

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই:
হেঁকেছে অস্থির অশ্বক্ষুর;
জ্বলেছে পদেপদে বিদ্যুতের
তীব্র শব্দের আর্তনাদ।

তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই
গোলাপফুল আমি ছুঁয়েছি ঢের;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

BANGLADARSHAN.COM

শান্তিনিকেতন থেকে

(অশোক মিত্র-কে)

সে-কোন্ নারীকে আমি ভালবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি
কঠিন অসুখে ভুগে? কাঁপে একেশিয়ার শরীর
ছায়ায় কাঁকরে পথে রতনকুঠিতে জ্যোৎস্নায়।
কেউ জেগে নেই আর। কেউ নেই। খোয়ায়ে প্রান্তরে
শীতের কুয়াশা স্থির প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথের।
হঠাৎ বাতাস আসে। থেমে যায়। কাঁপে, রাত্রি কাঁপে।
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি?

সে-নারী কবিতা? কথা? অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা?
হয়তো। অস্পষ্ট সব। শান্তিনিকেতনে জ্যোৎস্নায়
সমস্ত বেদনা দুঃখ কান্না শোক কথা-শরীরিণী
রবীন্দ্রনাথের গানে। তাঁর দিগ্‌বিস্তৃত চেতনা
খোয়ায়ে প্রান্তরে দূরে কাছে একেশিয়ার শরীরে
আমার হৃদয়ে ব্যাপ্ত, সঞ্চারিত স্নায়ুতে স্নায়ুতে;
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি?

BANGLADARSHAN.COM

রবীন্দ্রনাথ

‘কিন্তু আনন্দ কোথায়,’ বুদ্ধদেব বসু বললেন,
‘য়ুরোপের আজকের কবিতায় কিংবা উপন্যাসে?
রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখো, কী উজ্জ্বল প্রশান্ত বিশ্বাসে
জীবন শাশ্বত জেনে মানুষকে ভালবেসেছেন।
দুর্ভাগ্যত, এদেশেও নষ্টনীড় হালের কবিরা।
সমর অস্থিরচিত্ত; শ্লেষাশ্রয়ী তরুণ সুভাষ;
সুধীন্দ্রনাথেও নেই অগ্রজের অটল বিশ্বাস!
রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখো সময়ের সংক্রামক পীড়া
ছোঁয়নি। আশিতে ছিল মজবুত মেরুদণ্ড তাঁর।’

‘দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা নেই,’ প্রত্যুত্তরে আমি জানালুম,
‘রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। যত পারিপার্শ্বের জুলুম
সব যেন মিথ্যে, বাজে। যে-জীবন প্রাত্যহিকতার
ঘামে রক্তে পাংশুবর্ণ তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
যোগ কই?’

‘মানব না ভ্রান্ত এই যুক্তি তোমাদের।
যত ক্লেদ যত গ্লানি যত নোংরা আবর্জনা যত
নর্দমা ইজারা নিয়ে বসেছেন ঝাড়ুদারব্রত
য়ুরোপের সাহিত্যিক। শঙ্কিত সর্বদা পাপবোধে
খ্রিশ্চানি নরককুণ্ডে আদম-ঈভের ঋণ শোধে
সাহিত্যের কুশীলব। এরা কিছুতেই সত্য নয়,
যে-সত্যে প্রতিষ্ঠা হয় সাহিত্যের অম্লান অক্ষয়
নরনারী। সবথেকে শোচনীয় আর আক্ষেপের
কথা এই: বিষয়ীরা শৃঙ্খলিত সৃষ্ট বিষয়ের
পাপচক্রে। স্বাধীনতা হারিয়েছে শিল্পী-সাহিত্যিক।
পক্ষান্তরে, মঙ্গলের আনন্দের মুক্তির প্রতীক
রবীন্দ্র ঠাকুর যেন।’

BANGLADARSHAN.COM

'ভালমন্দ সদসদ্‌ভেদ
না-থাকায় ক্ষতি কিছু হয়নি কি তাঁর রচনার?
রবীন্দ্রের উপন্যাসে কই সেই যন্ত্রণার স্বেদ
যদ্দ্বারা চিহ্নিত হলে মনে হবে আত্মীয় আমার
কাল্পনিক নরনারী?' প্রতিবাদে আমি প্রশ্ন তুলি।

'এই অভিযোগ কিন্তু, যাই বলো, নেহাত মামুলি,'
বুদ্ধদেব বসু তাঁর ষষ্ঠতম সিগারেটটাকে
জ্বেলে নিয়ে বললেন। 'ট্রাজেডির বোধ বলে যাকে
তা তো নেই পুরাতন সংস্কৃত নাট্যেও; নেই শীত
সংশয়ের। মনে হয় সাহিত্যের এখানেই জিত।
ভাল নয় মন্দ নয় দ্বন্দ্ব নয় দ্বিধা নয়, শেষে
আনন্দ আনন্দ শুধু আনন্দবেদনা সেই দেশে।'

অনেক গভীর রাত্রে আড্ডা ভাঙে কবিতা-ভবনে।
ট্রাম-বাস বন্ধ। চাঁদ। হেঁটে ফিরি। আলোছায়া দোলে
সহসা শুনতে পাই: 'ভাবনা আমার পথ ভোলে।'
BANGLADARSHAN.COM
সংশয়বিমুক্ত চিত্ত; তাঁর স্থান তর্কাতীতে, মনে।

শোনা কথা

১ দোজবরের খেদ

“ত্রিভুজের যে-কোনো দুটি বাহু
একত্রে তৃতীয় বাহুটির চাইতে বড়ো!
রেখে দাও তোমার জ্যামিতিক সত্য!
মরা আর জ্যান্ত আমার দু-দুটো বৌয়ের চাইতে
রাস্তাঘাটের যে-কোনো একটি মেয়েই যথেষ্ট।”

২ কিমাশ্চর্যম্‌

“গিরগিটি দেখেছ? বাঘ?
উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কি? নেই।
তবু দুটো জানোয়ারকেই ভয় করো তুমি, কী আশ্চর্য!
আশ্চর্যই বা কী করে বলি?
রাত্রি তোমার চুলের মতো কালো
দিন তোমার দাঁতের মতো শাদা;
অথচ রাত্রেও নয়, প্রভাতেও নয়, নিরেট
গোধূলিলগ্নেই তোমার প্রেমে পড়েছিলুম।”
শেষরাত্রে সেই নাবিক আর এক পেগ্‌ হুইস্কি চাইল।

BANGLADARSHAN.COM

৩ সোস্যাল্‌ কন্‌টেন্ট্‌

“রিকশায় বাক্স-বোঝাই মন:
যাঁরা চিন্তা করেন না, তাঁদের, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীনদের।
মণ দরে মন বিক্রি হবে নিলামে জ্ঞানের আড়তখানায়।
কিন্তু ঠোঙা গড়লেই বা ক্ষতি কী?” জঙ্গি ছাত্রনেতা বললেন।
“সবই তো বেচাকেনা, মুনাফা। কেবল, বন্ধুগণ,
কেবল চাকার কাতরানিটাই সত্য।”

দুঃখজাগানিয়া

দেব না সাড়া আর স্মৃতির নিশিডাকে
আমাকে ডাকো কেন দুঃখজাগানিয়া?
মায়াবী মসৃণ মরমে মোহনিয়া
ও কারুকার্য কি বিদেশী লাইলাকে?

ও শুধু ঝিলিমিলি। কে ভোলে ছলনায়।
রাতের বাতাসের বেদনা টলোমল।
শূন্য শব্দের ছিন্ন ভাবনায়
ভোরের শিশিরের বুকের ছলোছল।

কোথায় কোন্‌খানে? কোথায় সেই রাত?
ধূসর ধুলো ওড়ে ছিন্ন ভাবনায়।
এই কি তার মুখ? এই যে তার হাত।
ও শুধু ঝিলিমিলি। কে ভোলে ছলনায়।

সে ছিল জেগে, তবু ওঠেনি শিহরিয়া।
কে দেবে সাড়া বলো স্মৃতির নিশিডাকে?
সে নদী হতবাক আলোর শেষ বাঁকে।
আমাকে ডাকো কেন দুঃখজাগানিয়া?

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥